তারিখ 19 SEP 19
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

177

দৈনিক খবর

শিবির কর্মীর সমর্থকদের পরীক্ষা ঃ গোলযোগ ও অন্যান্য কথা

।।ষ্টাফ রিপোর্টার।।

বিশেষ ব্যবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী–সমর্থকদের পরীক্ষা গ্রহণকালে গতকাল সোমবার সমাজকল্যাণ ইনষ্টিটিউটে গোলযোগ হয়েছে। প্রতিবাদ বিক্ষোভের মুখে পরীক্ষার্থীরা পুলিশ প্রহরায় ক্যাম্পাস ত্যাগকরেছে।

জানা গেছে, ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী–সমর্থকরা সমাজকল্যাণ ইনষ্টিটিউট কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ১০টায় পরীক্ষা দিতে শুরু করে। এ সময় ক্যাম্পাসে রাজাকার–আলবদর বিরোধী শ্লোগান শুরু হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ এলে পুলিশের বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ শুরু হয়। এসময় পরীক্ষা হলের ভিতরে পরীক্ষার্থীরাও ব্যাপক ভাঙচুর শুরু করে। এ অবস্থায় ব্যাপক পুলিশ এনে পুলিশ ও শিক্ষকদের সহায়তায় পরীক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে পৌছে নেয়া হয়।

শেষ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলামে

শিবিরকর্মী –সমর্থকদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়, পরীক্ষা শুরুর ১০ মিনিটের মধ্যে ইনষ্টিটিউটের ছাত্র ও বাহির হতে আগত বেশ কিছু ব্যক্তি ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসে এসে ইসলামী ছাত্রশিবিরের আলবদর ও রাজাকারদের পরীক্ষা বন্ধ করবার জন্য শ্লোগান দিতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে ইনষ্টিটিউট–এ প্রবেশ করলে পুলিশের বিরুদ্ধেও ছাত্ররা শ্লোগান দিতে থাকে। এরপর পরিচালকের নির্দেশে পুলিশ ইনষ্টিটিউটের বাইরে গেটে অবস্থান নেয় এবং পরিচালককে জানান যে, প্রয়োজনবোধে তাদের ডাকলে তারা এসে পরিস্থিতি মোকাবেলা করবেন। ইতিমধ্যে একদল ছাত্র পরীক্ষার হলে প্রবেশ পথের ১ম লোহার গেট ভাঙবার প্রচেষ্টা চালালে হলের মাঝেও পরীক্ষার্থীগণ কক্ষের বেশ কিছু চেয়ার–টেবিল ভাঙচুর করে। বাইরে অবস্থানকারী ছাত্রগণ অনতিবিলম্বে পরীক্ষার্থীদের এই ইনষ্টিটিউট প্রাংগণ ত্যাগ করবার জন্য জোর দাবী জানায়। এ পর্যায়ে এক চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ধানমণ্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাহায্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশ ও গাড়ী এনে ইনষ্টিটিউটের পরিচালক ও কতিপয় শিক্ষকের সহায়তায় পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হল ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনার ফলে ইনষ্টিটিউটের বেশ কিছু জানালার কাঁচ, কলাপসিবল গেট, চেয়ার, টেবিল, ইত্যাদি ভাঙচুর ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উক্ত সংঘর্ষে ছাত্র বা পুলিশ অথবা শিক্ষক কোন প্রকার আঘাতপ্রাপ্ত হননি।

ডাকসুর সহ–সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে ছাত্রসমাজ থেকে পরিত্যাক্ত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়–এর কিছু ছাত্র কর্তৃপক্ষের সহানুভূতির কারণে পরীক্ষা দেয়ার পরও পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ গ্রহণ না করে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরী ভাঙচুর এবং আসবাবপত্র ক্ষতিসাধনসহ উত্তেজনা সৃষ্টি করাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের শাস্তি দাবীসহ যে কোন মূল্যে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে সকল ছাত্র–ছাত্রীদের সহযোগিতা কামনা করেন।

সর্বদলীয় প্রতিবাদ

সমাজকল্যাণ ইনষ্টিটিউটে পরীক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে জামায়াত–শিবিরের হামলা, আসবাবপত্র ভাঙচুর ও লুটতরাজের প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে মধুর কেন্টিন প্রাঙ্গণে সর্বদলীয় ছাত্র সংগঠনের এক তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রলীগ (হা–অ) নেতা কামরুজ্জামান আনসারী, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা গৌতম মিত্র, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আলমগীর হোসেন, জাতীয় ছাত্রলীগ নেতা পংকজনাথ, ছাত্রলীগ (বাসদ) নেতা গাজী শামসুদ্দীন, ছাত্র ফেডারেশন নেতা সাইফুজ্জামান হিরো ও ছাত্রমৈত্রীর নেতা মতিউর রহমান বাবুল।

এ সভায় গতকালের হামলার প্রতিবাদে আজ সমাজকল্যাণ ইনষ্টিটিউটে ছাত্র ধর্মঘট ও সকাল ৯ টায় প্রতিবাদ সভা আহবান করা হয়।

শিবিরের বক্তব্য—

ইসলামী ছাত্রশিবির গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে দায়ী করে পরীক্ষার হলে হামলাকারী সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেছে।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরীক্ষার্থী শিবির নেতা মিয়া মুহম্মদ নুরুল হক এ দাবী জানান। লিখিত বক্তব্যে দেয়া অন্যান্য দাবীর মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা ও এই ঘটনায় ... চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ...